গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

"পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

ক) প্রকল্পের বিবরণী :

১। প্রকল্পের নাম : পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।

৪। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/উপজেলা
রংপুর	লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, দিনাজপুর	পাটগ্রাম, আদিতমারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, ফুলবাড়ী, ফুলছড়ি, বিরল, বোচাগঞ্জ
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর
ময়মনসিংহ	জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ	দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলন্দাহ, জামালপুর সদর, শেরপুর সদর, ময়মনসিংহ সদর, ইশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল।

৫। **প্রকল্পের ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
মূল	৪৩৭১০০.০০	৪৩৭১০০.০০	--

(খ) বাস্তবায়নকাল :	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
মূল	০১/০৯/২০১৮	৩০/০৬/২০২৪

(গ) প্রকল্পের পটভূমি: পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী বাহাদুরাবাদের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র হতে উৎপন্ন হয়ে জামালপুর এবং ময়মনসিংহ জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব বাজারে মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। প্রায় ২৮৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য এবং ২০০ মিটার প্রস্থের এ নদীটি দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলান্দহ, জামালপুর সদর, ময়মনসিংহ সদর, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, গফরগাঁও, পাকুন্দিয়া, কটিয়াদি, কুলিয়ারচর, এবং ভৈরব উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বর্ষাকালে এ নদীতে কার্গো ও বড় ট্রলার চলাচল করলেও শুষ্ক মৌসুমে পানির গভীরতা খুবই কম হওয়ায় এ নদী দিয়ে নৌযান চলাচল করতে পারে না। অধিকন্তু পর্যাপ্ত পানির অভাবে নদী এলাকায় কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে, মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আলোচ্য প্রকল্পে এ নদীর ২২৭ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ১০০ মিটার প্রস্থ ব্যাপী ড্রেজিং-এর মাধ্যমে ৩ মিটার গভীর করে নৌপথটি ক্লাস-২ নেভিগেশনাল রুটে উন্নীত করা হবে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী খননের ফলে শুধু এ নদীরই নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে না বরং শুষ্ক মৌসুমে ঝিনাই, বংশী, বানর, শীতলক্ষ্যা নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। ফলে সারাবছর এ নৌপথ দিয়ে দ্রুত এবং স্বল্প ব্যয়ে প্রয়োজনীয় মালামাল এবং যাত্রী পরিবহণ নিশ্চিত হবে।

ধরলা একটি সীমান্ত নদী যা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মপুত্রের উপ-নদী। নদীটি পূর্ব হিমালয়ের দক্ষিণ সিকিম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং লালমনিরহাট জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীটি কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ ইউনিয়নে ব্রহ্মপুত্র নদীতে পতিত হয়েছে। নদীটির বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৫০০ মিটার। বর্ষাকালে নৌযান চলাচল করলেও শুষ্ক মৌসুমে নদীটি প্রায় শুকিয়ে যায় এবং এ সময় নৌযান চলাচল বন্ধ থাকে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ধরলা নদীর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যেই অর্থাৎ ৬০ কিঃমিঃ এ ৩৮ মিটার প্রস্থ ব্যাপী ড্রেজিং-এর মাধ্যমে ২ মিটার গভীর করে নৌপথটি ক্লাস-৩ নেভিগেশনাল রুটে উন্নীত করা হবে। ফলে সারাবছর নৌযান চলাচল বৃদ্ধি পাবে, একই সাথে বন্যার ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং সেচ কার্যক্রম সহজতর হবে।

দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জের একটি বিল হতে উৎপন্ন তুলাই নদীটি ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে টাঙ্গন নদীর ভারতীয় অংশে মিলিত হয়েছে। প্রবাহ স্বল্পতা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এর অধিকাংশ আজ বিলীন। নদীটির বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ১২-১৫ মিটার। তুলাই নদীর প্রাকৃতিক কোন প্রবাহ নেই। বর্ষা মৌসুমে নদী এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। বর্ষা মৌসুমে নৌযান চলাচল করলেও শুষ্ক মৌসুমে এ নদীতে চাষাবাদ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পে এ নদীর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যেই অর্থাৎ ৭০ কিঃমিঃ এ ৩৮ মিটার প্রস্থ ব্যাপী ড্রেজিং-এর মাধ্যমে ১.৫ মিটার গভীর করে নৌপথটি ক্লাস-৪ নেভিগেশনাল রুটে উন্নীত করা হবে। এর ফলে সারাবছর নৌযান চলাচল করতে পারবে, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং ভূ-উপরস্থ পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে।

সীমান্ত নদী পুনর্ভবা দিনাজপুর জেলার বিরগঞ্জ উপজেলায় শীবরামপুর ইউনিয়নে উৎপন্ন হয়ে বিরল উপজেলা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পুনরায় নওগাঁ জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। দিনাজপুর জেলায় এ নদীর প্রবাহিত অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৩০-২৪০ মিটার। নদীটি কাহারোল, ফোকরাবাদ, দিনাজপুর, উলিপুর ইত্যাদি স্থানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে এ নদী এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। বর্ষা মৌসুমে নৌযান চলাচল করলেও শুষ্ক মৌসুমে এখানে চাষাবাদ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পে এ নদীর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যেই অর্থাৎ ৮০ কিঃমিঃ এ ৩৮ মিটার প্রস্থ ব্যাপী ড্রেজিং-এর মাধ্যমে ২ মিটার গভীর করে নৌপথটি ক্লাস-৩ নেভিগেশনাল রুটে উন্নীত করা হবে। এতে করে এ নদীতে সারাবছর নৌযান চলাচল বৃদ্ধি পাবে, বন্যার ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং ভূ-উপরস্থ পানির আঁধার সৃষ্টি হবে।

মোট ৫৯৮০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য "বুরিশ্বর-পায়রা নৌ-পথ এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, দুধকুমার, পুনর্ভবা, তুলাই এবং সোয়া নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার"-নামে প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হলে গত ২৬/০৪/২০১৮ তারিখে প্রস্তাবটির ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিইসি সভায় গুরুত্ব বিবেচনায় ১ম পর্যায়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পুনর্ভবা, তুলাই ও ধরলা নদীর ড্রেজিং এর জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয় ও পরিমাণ যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে। আইএমইডি'র সুপারিশের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের শিরোনাম "পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৭১.০০ কোটি টাকা ও বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। আলোচ্য প্রকল্পে উল্লিখিত ৪ নদীতে ৪ বছর ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং ২ বছর সংরক্ষণ ড্রেজিং এর সংস্থান রাখা হয়েছে।

(ঘ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য :অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে গুরুত্বপূর্ণ ৪ (চার)টি নদীতে সারাবছর নৌযানসমূহ (পণ্য ও যাত্রীবাহী নৌযান উভয়) নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত খননসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন।

(ঙ) প্রকল্পের র প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

• বেসরকারি ড্রেজার দ্বারা ক্যাপিটাল ড্রেজিং-১০.২০ কোটি ঘনমিটার ও সংরক্ষণ ড্রেজিং-৮.০০ কোটি ঘনমিটার; • বিআইডব্লিউটিএ ড্রেজার দ্বারা ক্যাপিটাল ড্রেজিং-১.৮০ কোটি ঘনমিটার ও সংরক্ষণ ড্রেজিং ৭৩ লক্ষ ঘনমিটার; • মাটির ডাইক নির্মাণ- ৬০ লক্ষ ঘনমিটার; • খনন সহায়ক কাজ-১.৮০ কোটি ঘনমিটার; • তড়জার বেড়া নির্মাণ-২.০০ লক্ষ বর্গমিটার;	• নৌ-চলাচল সহায়ক সরঞ্জামাদি যেমনঃ লাইটেড বয়া-২৪টি, স্পেরিক্যাল বয়া-২৫টি, বিকণ লাইট (এলইডি)-৮০০ টি, পিসি পোল-১০০০টি, লোহা ও বাশেঁর মার্কা-২১৫১টি সংগ্রহ; • রাবার ড্যাম নির্মাণ-৩টি; • পরামর্শক সেবা-৭৫০ জনমাস; • হাইড্রোগ্রাফিক ও প্রকৌশল জরিপ।

(চ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ</u>

১. প্রকল্পের ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণ আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

২. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৩. প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ,সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;

৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;

৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৮. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;

৮.১ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থায় দ্রুত ও টেকসই সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ভূমিকা যাচাইকরণ;

৯. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিত করণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;

১০. ক্রমিক নং ০৯-এ বর্ণিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;

১১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;

১২. প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সুনির্দিষ্ট (সময়ভিত্তিক) কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি কারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে;

১৩. প্রকল্পভুক্ত নদীতে শুষ্ক মৌসুমে ১০ ফুট গভীরতা বজায় রাখার (Draft Maintain) জন্য যে পরিমাণ পানি প্রত্যাহার করে নেয়া হবে তাতে মূল নদীর Down Stream এ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা (Ecological Imbalance) সৃষ্টি হবার আশংকা আছে কি-না তা পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ করে মতামত প্রদান করতে হবে;

১৪. বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তুতন্ত্রের (Ecology) বাস্তবতায় প্রকল্পভুক্ত নদীগুলোতে শুষ্ক মৌসুমে ১০ ফুট ড্রাফট্ মেইনটেইন করা সম্ভব হবে কি-না তা পর্যবেক্ষণ/পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করতে হবে;

১৫. ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বিশ্লেষণ করে প্রকল্পভুক্ত নদীগুলো Maintenance Dredging-এর মাধ্যমে কতদিন পানি ধরে রাখা সম্ভব হবে তা পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করতে হবে;

১৬. প্রকল্পের External ও Internal অডিটের বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ;

১৭. এ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সব FGD.KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

১৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দূর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্রুটি, দূর্বলতা উত্তোরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

১৯. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে।

(ছ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা</u> :

ক্রমিক নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
২.	(ক) টীম লিডার:	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইন সিভিল ইন্জিনিয়ার। হাইড্রোলজি/মরফোলজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	• ড্রেজিং ও হাইড্রোলজি/মরফোলজি কাজে ন্যুনপক্ষে ১২ (বার) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং • পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(খ) পরিবেশবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	• সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;
	গ) ড্রেজিং স্পেশালিস্ট	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইন সিভিল ইন্জিনিয়ার।	• ড্রেজিং কাজে ন্যুনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;
	ঘ) প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফাইন্যান্স/একাউন্টিং/ অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। এমবিএ ইন প্রকিউরমেন্ট/ MCIPS ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	• প্রকিউরমেন্ট কাজের ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

(জ) **<u>ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয়ঃ</u>**

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান; ইত্যাদি।